তারিখ ... 30 APR 2017 ...
পৃষ্ঠা ৪ ... কলাম ৩ ...

দৈনিক
আমাদের সময়

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়

চিকিৎসকদের উচ্চশিক্ষা এবং জনগণের ভরসাস্থল

অধ্যাপক ডা. কামরুল হাসান খান

আমরা সবাই মিলে জাতির পিতার নামে বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশের মানুষের সর্বোচ্চ সেবা প্রদানে এবং বিশ্বমানের উচ্চশিক্ষিত চিকিৎসক তৈরিতে বদ্ধপরিকর– এটাই হোক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ২০তম দিবসের অঙ্গীকার

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার অন্যতম অবদান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। বর্তমানে দেশের মানুষের চিকিৎসা ও উচ্চ মেডিক্যাল শিক্ষার অন্যতম ভরসাস্থল।

দেশের চিকিৎসক সমাজের তিন দশকের দাবি ছিল একটি মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের। অনেক সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, কিন্তু বাস্তবায়নের কোনো পদক্ষেপ লক্ষ করা যায়নি।

জননেত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৬-এ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর চিকিৎসকদের পক্ষ থেকে সেই দাবি আবার উত্থাপিত হয় ১৯৯৭ সালে। শেখ হাসিনার কাছে কোনো দাবি উত্থাপন করতে হয় না, শুধু বোঝাতে হয়– এটি দেশের জন্য প্রয়োজন এবং জনগণ উপকৃত হবে তাহলেই সেটি হয়ে যায়। এমনি এক মাহেন্দ্রক্ষণে প্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক নূরুল ইসলামের নেতৃত্বে ১৯৯৭ সালের ২০ জুলাই দেশের কয়েকজন জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন অন্য একটি বিষয়ে, সেখানেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসঙ্গটি এসে যায়। প্রধানমন্ত্রী দেশে একটি মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের যৌক্তিকতায় সম্মতি দেন। পরের দিন তৎকালীন আইপিজিএমআরের পরিচালক অধ্যাপক মো. তাহির তৎকালীন শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক মো. মোয়াজ্জেম হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আমাকে ডেকে সরকারের কাছে একটি আবেদন করার কথা বলেন।

২৪ জুলাই আমরা আইপিজিএমআর শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে তৎকালীন স্বাস্থ্য সচিব মোহাম্মদ আলীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে একটি আবেদনপত্র হস্তান্তর করি। মানুষের জীবনে কিছু কিছু ঘটনা সারা জীবন আবেগময় ও প্রচণ্ড অনুভূতিপ্রবণ করে রাখে। সেদিনের সে ঘটনাও আমার জীবনে তাই। দেশের প্রথম মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ড্রাফটি আমার করার বিরল সৌভাগ্য হয়েছিল এবং এর নামকরণটিও আমি করেছিলাম। জাতির পিতার নামে হবে এটি সর্বসম্মতি সিদ্ধান্ত ছিল। কিন্তু জাতির জনকের নামটি কীভাবে হবে, সেটি নির্ধারণ করার দায়িত্ব ছিল আমার ওপর। আমি অনেক ভেবেচিন্তে নামটুকু নির্ধারণ করেছিলাম। আমরা আবেদনের বিষয়টি নিয়ে চুপচাপ ছিলাম। মজার ব্যাপার হলো, ২৩ জুন শিক্ষক সমিতির সাধারণ সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছিল নেতৃবৃন্দ যেন মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

৩১ জুলাই রাতের বিটিভির ৮টার খবর দেখছিলাম, হঠাৎ ঘোষণা– 'সরকার আইপিজিএমআরকে রূপান্তর করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। আমি বিস্মিত হয়েছিলাম ভেবে, মাত্র সাত দিনের ব্যবধানে এ রকম একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত; যা তিন দশকের অনেক আন্দোলন-সংগ্রাম-প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে হয়নি। চিকিৎসকরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন।

পরের দিন থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের একশ্রেণির নার্স, কর্মকর্তা ও কর্মচারী এর বিরোধিতা শুরু করে। তাদের বক্তব্য ছিল– এতে তারা চাকরিগতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোও এর বিরোধিতা করেছিল। কিন্তু শিক্ষক সমিতির নেতৃত্বে সব শিক্ষক ঐক্যবদ্ধ ছিলেন, সঙ্গে ছিলেন কিছুসংখ্যক নার্স, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা। প্রতিদিন ক্যাম্পাসে পাল্টাপাল্টি সভা-সমাবেশ-মিছিল, এমনকি বিরোধীদের পক্ষে ঘেরাও কর্মসূচিও পালন করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তৎকালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রী প্রয়াত সালাহ উদ্দীন ইউসুফ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি প্রায় প্রতিদিনই আমাদের সঙ্গে বসতেন। গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন বিএমএর তৎকালীন মহাসচিব ডা. গোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন। দীর্ঘ প্রায় সাত-আট মাস এ আন্দোলন আমাদের প্রতিহত করতে হয়েছিল।

একদিকে আন্দোলন ষড়যন্ত্র প্রতিহত করার জন্য ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে দিনরাত, অন্যদিকে বিএমএর পক্ষ থেকে খসড়া আইন প্রস্তুতির বিশাল কর্মযজ্ঞ। বিএমএর পক্ষ থেকে '৭৩-এর বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশকে অনুসরণ করে একটা সুন্দর 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯৮' খসড়া সরকারের কাছে উপস্থাপন করা হয়। এ প্রস্তাবসহ অন্যান্য আরও কয়েকটি আইন দেখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯৮ মহান সংসদে অনুমোদিত হয়ে ৫ এপ্রিল, ১৯৯৮-এ গেজেট হিসেবে প্রকাশিত হয়। এখানেও আমার একটি বিশেষ অনুভূতির বিষয় রয়েছে, সংসদে যে খসড়াটি বিতরণ করা হয় তার মুখবন্ধটি আমার লেখার সুযোগ হয়েছিল। অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে ১৯৯৮ সালের ৩০ এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয় কার্যক্রম শুরু হয় প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক এমএ কাদেরীর মাধ্যমে। কেন আমরা বিশ্ববিদ্যালয় চেয়েছিলাম? দেশে মেডিক্যাল শিক্ষাক্ষেত্রে প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণে। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর ভর্তি নীতিমালা ও পরীক্ষা, ছাত্র ভর্তি, শিক্ষক নিয়োগ ও বদলি এবং শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ ইত্যাদি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। কোর্স কারিকুলাম তৈরি ও নিয়ন্ত্রণ করে বাংলাদেশ মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কাউন্সিল। একাডেমিক কারিকুলাম, পরীক্ষা পরিচালনা ও সনদ দেয় সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়। ওপরের ত্রয়ী নিয়ন্ত্রণে যেসব কাজ সম্পাদিত হচ্ছে, তা বিশ্বে প্রচলিত ধারা অনুযায়ী একা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ। সে কারণে আমরা চেয়েছিলাম দেশের সব মেডিক্যাল প্রতিষ্ঠানকে স্বায়ত্তশাসন দিয়ে মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত করা। তখন সবটা হয়নি কিন্তু এখন ধাপে ধাপে সবই হচ্ছে। আরও দুটি মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে, সেখানে আমাদের লক্ষ্য আরও একধাপ এগিয়ে যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসন ও শিক্ষক সমিতি মিলেমিশে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কার্যক্রম এগিয়ে নিতে লাগল। প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক এমএ কাদেরীর নেতৃত্বে শিক্ষক, চিকিৎসক, নার্স, কর্মকর্তা, কর্মচারীদের সহযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয় স্বল্প সময়ের মধ্যে সব কার্যক্রম গতিশীল হয়; গড়ে ওঠে সুচিকিৎসা ও উচ্চ মেডিক্যাল শিক্ষার নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। ২০০১ সালের ১ অক্টোবর রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর বিশ্ববিদ্যালয়ে নেমে আসে এক গভীর সংকট। সারা দেশের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ও আক্রমণের শিকার হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের যত জায়গায় জাতির পিতার নাম লেখা ছিল সব জায়গায় রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতিকারীরা কালি লেপন করে দেয়, এমনকি আমাদের প্রাণপ্রিয় ম্যুরালটি ভেঙে ফেলে। তৎকালীন বিএনপি-জামায়াত সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়কে আইপিজিএমআরে ফিরিয়ে নেওয়ার। আমরা প্রতিদিন সভা-সমাবেশ ও মিছিলের মাধ্যমে প্রতিবাদ প্রতিরোধ গড়ে তুললাম– জাতির পিতার নামে প্রতিষ্ঠানের কোনো পরিবর্তন আমরা মানি না-মানব না। প্রায়ই তখন একুশে টেলিভিশনের খবরে আমাদের সাক্ষাৎকার যেত। একদিন সকালে অফিসে এসে দেখি One Point Collection Centre-এর আনোয়ার নিচে দাঁড়িয়ে ভীতসন্ত্রস্ত চেহারা, বলল– 'স্যার আপনাকে কর্মচারীরা মারতে আসবে, আপনি সতর্ক হোন'। আমি আমার প্যাথলজি বিভাগে গেলে অসীম স্যার আমাকে তার রুমে ঢুকিয়ে বাইরে তালা লাগিয়ে দিলেন। কিছুক্ষণ পরই জঙ্গি মিছিল স্লোগানসহ। আমাকে না পেয়ে আমার পিয়ন নুরুজ্জামানকে মেরে চলে গেছে (তারিখ : ১৫.১১.২০০১ ইং; দৈনিক জনকণ্ঠ, প্রথম আলো ও যুগান্তর)।

আরেক দিনের কথা মনে পড়ে, আমরা টিচার্স লাউঞ্জে শিক্ষক সমিতির সভা করছিলাম। হঠাৎ ওরা আমাদের ঘিরে ফেলল এবং এক ধরনের আতঙ্ক সৃষ্টি করল। আমরা আড়াই ঘণ্টা আটকে থাকলাম। তারপর সিদ্ধান্ত নিলাম আমরা মিছিল নিয়ে বেরোবো। পুলিশ আমাদের বারবার বাধা দিচ্ছিল। একসময় আমরা ঝুঁকি নিয়ে পুলিশের ব্যূহভেদ করে মিছিল নিয়ে বেরিয়ে গেলাম। সামনে-পেছনে কর্মচারীরা আমাদের আক্রমণ করল। আমরা বটতলায় সভা করে প্রেসক্লাব পর্যন্ত মিছিল নিয়ে গিয়েছিলাম (তারিখ : ২৩.১১.২০০১ ইং; ভোরের কাগজ, জনকণ্ঠ, প্রথম আলো ও যুগান্তর)।

আমরা শিক্ষক সমিতি থেকে সিদ্ধান্ত নিলাম সংবাদ সম্মেলনের। সব অয়োজন সম্পন্ন। প্রেসক্লাবে যাব, তখন প্যাথলজি বিভাগের চেয়ারম্যান নাহার ম্যাডাম আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, কামরুল, সবাই বলছে প্রেস কনফারেন্সটা না করলে হয় না? আপনাকে কেউ বলতে পারছে না, তাই আমাকে বলেছে। আমি সোজা বললাম, না ম্যাডাম, সংবাদ সম্মেলন হবেই। সে সংবাদ সম্মেলনে আমাদের ভিসি, সম্মানিত ডিনরাসহ অনেক সিনিয়র শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন। এ সংবাদ সম্মেলন সেদিন সরকারের সিদ্ধান্ত পাল্টাতে বড় ধরনের ভূমিকা রেখেছিল। অবশেষে বিশ্ববিদ্যালয় অন্য কোথাও সরেও যায়নি বা আইপিজিএমআরে ফিরে যায়নি– সম্ভব হয়েছিল আমাদের সমমনাদের ঐক্যবদ্ধ কঠোর আন্দোলনের মাধ্যমে (তারিখ : ০৬.১২.২০০১ ইং; দৈনিক সংবাদ, যুগান্তর, প্রথম আলো ও ইত্তেফাক)।

কিন্তু শুরু হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করার লক্ষ্যে সব অনিয়ম আর দুর্নীতি। ভর্তি পরীক্ষায় অনিয়ম, লোক নিয়োগে অনিয়ম, রেসিডেন্সি বাতিল করে সনাতনী কোর্সে ফিরে যাওয়া, অবৈধ শিক্ষক নিয়োগ-পদোন্নতি, টেন্ডারে দুর্নীতি ইত্যাদি। হারিয়ে ফেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব অর্জন, মানুষের আস্থা এবং প্রশ্নবিদ্ধ হলো উচ্চ মেডিক্যাল শিক্ষা।

২০০৯ সালে জননেত্রী শেখ হাসিনা আবার নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতার দায়িত্ব পাওয়ায় ফিরে এলো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ। পুনঃপ্রবর্তিত হলো উচ্চশিক্ষার রেসিডেন্সি কোর্স। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যুক্ত করলেন একনেকের মাধ্যমে ৫২৫ কোটি টাকার Centre for Excellence Phase-II-এর প্রকল্প, অটিজম শিশুদের চিকিৎসার প্রাণকেন্দ্র, বারো বিঘা জমি, শাহবাগের পুরাতন বেতার ভবনের জমি, গ্র্যাজুয়েট নার্সিং ইনস্টিটিউটসহ অনেক নতুন পরিকল্পনা।

আমি ২০১৫ সালের ২৪ মার্চ উপাচার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেছি। প্রশাসনের পরিবর্তনের সময় স্বাভাবিকভাবে এক ধরনের স্থবিরতা থাকে। উপর্যুপরি আম প্রশাসনের কেন্দ্রীয় ব্যক্তি রেজিস্ট্রার ও প্রো-ভাই চ্যান্সেলর (প্রশাসন) ছিল না। এক ধরনের সমন্বয়হীনতা বিরাজ করছিল। জীবনের শ্রেষ্ঠ দায়িত্ব মনে করে আম ব্যক্তিগত জীবন উপেক্ষা করে সবাইকে নি. বিশ্ববিদ্যালয়ের অতীতের ধারাবাহিকতা এবং ঐতিহ্য ধারণ করে রাতদিন পরিশ্রম করে সব ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে নিয়ে আসি দ্রুততম সময়ের মধ্যে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বন্ধুত্বপূর্ণ কর্মপরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে সব সেবা, শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনায় উদ্বুদ্ধ হন সব শিক্ষক, চিকিৎসক, নার্স, কর্মকর্তা, কর্মচারী। ফলে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের একটি জায়গা তৈরি হয়। চব্বিশ ঘণ্টা চিকিৎসক উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ, সন্ধ্যাকালীন রাউন্ড ও ক্লাসের মাধ্যমে নতুন করে মুখরিত হয় ক্যাম্পাস। টিএসসির সংযোজন শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্কে নতুন মাত্রা যুক্ত করে। দীর্ঘ সময় শিক্ষক-চিকিৎসকদের ক্যাম্পাসে থাকা মানেই অধিক চিকিৎসা, অধিক লেখাপড়া।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ সহযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শিক্ষক, চিকিৎসক, কর্মকর্তা, নার্স ও কর্মচারীর ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় আজ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় দেশ-বিদেশে সমাদৃত, মানুষের আস্থা ও ভরসার স্থল। এ কারণেই গত ডিসেম্বরে বিশ্ব সেরা তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় মানসম্মত চিকিৎসা ও গবেষণা কার্যক্রমের জন্য। ২০১৬ সালের ডিসেম্বরে স্পেনের সিমাগো রিসার্চ গ্রুপ ও যুক্তরাষ্ট্রের স্কপাস পরিচালিত জরিপে দেশে পঞ্চম এবং বিশ্বে ৬৪০তম অবস্থানে স্থান পায় দেশের একমাত্র এই মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়। জরিপে দেখা যায়, ভারতের একটি ইনস্টিটিউট এগিয়ে থাকলেও পিছিয়ে আছে অন্য সব চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার সারা জীবন, ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা ও পারিবারিক জীবন ত্যাগ করে শুধু চেয়েছেন বাঙালির স্বাধীনতা এবং সুখী-সমৃদ্ধ জীবন। আমরা যারা তার নামে বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করি, আমাদের কোনো ত্যাগ করতে হবে না। শুধু আমাদের নিজ নিজ দায়িত্বটুকু যথাযথভাবে পালন করে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে পারি। আমরা সবাই মিলে জাতির পিতার নামে বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশের মানুষের সর্বোচ্চ সেবা প্রদানে এবং বিশ্বমানের উচ্চশিক্ষিত চিকিৎসক তৈরিতে বদ্ধপরিকর– এটাই হোক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ২০তম দিবসের অঙ্গীকার।

লেখক : ডা. অধ্যাপক ডা. কামরুল হাসান খান : উপাচার্য, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়

সিস্টেম এনালিস্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর